কোটচাঁদপুরে কনকনে শীতে বোরো ধানের চারা রোপনে ব্যস্ত কৃষকরা

শৈত্য প্রবাহের মৃদু বাতাস আর কনকনে শীতে মানুষ যখন জড়োসড়ো। ঠিক সে সময় বোরো ধানের চারা রোপনে ব্যস্ত সময় পার করছেন, লেবাররা। এ চিত্র কোটচাঁদপুর উপজেলার তালসার – কুশনার মাঠে। সব কিছু ঠিক থাকলে এ বছরও লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে বলে জানিয়েছেন কৃষি কর্মকর্তা।

জানা যায়, কোটচাঁদপুর উপজেলায় ৫ টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভা। এ উপজেলার প্রধান ফসল ধান। বেশ কয়েক দিন ধরে শুরু হয়েছে এ বছর বোরো ধান রোপন কার্যক্রম। তবে থমকে যাচ্ছে শৈত্য প্রবাহের মৃদু বাতাস,আর কনকনে শীত। এতে করে জগোসড়ো হয়ে যাচ্ছে মানুষ।

এরপরও প্রকৃতির এমন আচারনকে উপেক্ষা করে, কোটচাঁদপুর উপজেলায় সর্বত্র চলছে বোরো ধান রোপনের কাজ। গত শুক্রবার সকালে কোটচাঁদপুরের তালসার কুশনা মাঠে দেখা যায় বোরা ধান রোপনের এমন দৃশ্য।

এ প্রসঙ্গে ধানের জমিত কাজ করা লেবার লিটন হোসেন,সুলতান হোসেন,আশাদুল ইসলাম বলেন, আমরা তাহাজ্জেল হোসেনের নেতৃত্বে কাজ করি। আজ এখানে ১৭ জন লেবার কাজ করছি।

তারা বলেন,আমরাও তো মানুষ। আমাদের ও শীত লাগে। শীতে জড়োসড়ো হই। তারপরও কাজ তো করতে হবে।

লেবারা বলেন,কাক ডাকা ভোরে আসি। এরপর জমি থেকে চারা উঠিয়ে, তা জমিতে রোপন করে থাকি। আজ আমরা ৮ বিঘা জমিতে চারা রোপন করেছি। যাতে করে এক জনের ৭/৮ শ টাকা করে আয় হবে।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়, এ উপজেলায় চাষিরা চাষ করে থাকেন,হান্ড্রেড,বিরি-৫০, বিনা ২৫ জাতের ধান। এ বছর যোগ হয়েছে ধানের নতুন জাত হান্ড্রেড বঙ্গবন্ধু জাতের ধান।

গেল বছর এ উপজেলায় ৬ হাজার ১ শ ৫০ হেক্টর জমিতে ধান হয়েছিল। এ বছর লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৬ হাজার ১ শ ৮৯ হেক্টর জমি। যা গেল

বছরের তুলনায় ৩৯ হেক্টর জমি বেশি চাষ হবে। সব কিছু ঠিক থাকলে এ লক্ষ্যমাত্রা পূরনের আশা প্রকাশ করেছেন,কোটচাঁদপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রাজিবুল হাসান।

তিনি বলেন,এ বছরও চাষিদের মধ্যে কৃষি প্রনোদনা হিসেবে স্যার ও বীজ দেয়া হয়েছে। যার মধ্যে ছিল ৫ কেজি করে হাইব্রিড ধানের বীজ ও ২০ কেজি সার। এ সব দেয়া হয় ৬ শ চাষির মধ্যে। আর ১৮ শ চাষির মধ্যে দেয়া হয়,৫ কেজি উফশি ধানের বীজ ও সম পরিমাণ সার।

এ বছর বোরো ধানের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৬ হাজার ১ শ ৮৯ হেক্টর জমি। যা গেল বছরের তুলনায় ৩৯ হেক্টর বেশি। স্যারের দাম ও সরবরাহ নিয়ে প্রশ্ন তুললে, তিনি বলেন,স্যারের কোন ঘাটতি নাই। চাষিরা তাদের চাহিদা মোতাবেক সার পাবেন। আর দাম নিয়ে কোন অভিযোগ জানা নাই। তবে যদি কেউ লিখিত অভিযোগ করেন, তাহলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মুজিবনগরে ট্রলি চাপায় পিষ্ট হয়ে প্রাণ হারালেন কৃষক

মেহেরপুরের মুজিবনগরে শ্যালো ইঞ্জিন চালিত অবৈধ ট্রলির চাকায় পিষ্ট হয়ে ওয়াজেদ আলী (৬০) নামের এক কৃষক নিহত হয়েছেন।

রবিবার সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ওয়াজেদ আলী মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর পুকুর পাড়ার মৃত আবদুল্লাহ’র ছেলে। ট্রলিচালক আজিজুলও একই গ্রামের বাসিন্দা।

স্থানীয়রা জানান, দারিয়াপুর বিজিবি ক্যাম্প সড়কে কৃষক ওয়াজেদ নিজের জমি ধান মাড়াই শেষে সড়কে তুলছিলেন। এসময় পেছন দিক তারই প্রতিবেশী আজিজুল ইসলাম ট্রলি নিয়ে তার জমিতে যাচ্ছিলেন। ট্রলিচালক নিয়ন্ত্রণ হারালে ট্রলিটি ওয়াজেদকে ধাক্কা দেয়। এতে সড়কে ছিটকে পড়ে গুরতর জখম হন ওয়াজেদ। তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক নাজমুস সাকিব তাকে মৃত ঘোষনা করেন।

চিকিৎসক নাজমুস সাকিব বলেন, তিনি মাথায় আঘাত প্রাপ্ত হয়েছিলেন। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে হাসপাতালে পৌছানোর আগেই তিনি মারা গেছেন।
মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেল বলেন, এ ঘটনা শুনেছি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুরে আলুর বীজের চড়া দামে লোকসানের শঙ্কায় কৃষক

মেহেরপুরে চলতি মৌসুমে আলুর বীজের দাম দ্বিগুণ হওয়ায় পণ্যটি চাষ করে লাভ তোলা নিয়ে শঙ্কায় রয়েছেন কৃষকরা।সরকারিভাবে গত বছর কার্ডিনাল ও ডায়মন্ড আলুর বীজ ৩০ থেকে ৩২ টাকা এবং এরিস্টন জাতের আলুর বীজ বিক্রি হয় ৩৫ টাকা কেজিতে।

সেখানে চলতি বছরে কার্ডিনাল ও ডায়মন্ড আলুর বীজ সরকারি দাম নির্ধারণ করা হয় ৫৬ টাকা। আর এরিস্টন জাতের আলুবীজ বিক্রির দাম নির্ধারণ করা হয় ৬০ টাকা। অথচ খুচরা বাজারে ডায়মন্ড আলু বিক্রি হচ্ছে ৬৫ টাকা করে। আর এরিস্টন বিক্রি হচ্ছে ৭০ টাকা করে। কার্ডিনাল আলুর বীজ বিএডিসি কর্তৃক শেষ হওয়ায় বাজারে তার দেখা মিলছে না।

কৃষকদের বিঘাপ্রতি জমিতে আলু চাষের জন্য ছয় মণ হারে বীজের প্রয়োজন হয়। এর সঙ্গে অন্যান্য খরচ যোগ করলে এক বিঘা আলু চাষে কৃষকের বতর্মান সময়ে খরচ পড়বে ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা করে, গত বছর যেটি ছিল ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা।

কৃষকদের অভিযোগ, দ্রব্যমূলের ঊর্ধ্বগতির দোহাই দিয়ে ব্যবসায়ীরা সিন্ডিকেটের মাধ্যমে আলুর দামে বাড়িয়েছে, যার ফলে বেড়ে গেছে আলুবীজের দাম। বাজারে সব জিনিসের দাম বাড়ার পাশাপাশি অধিক দামে আলুবীজ কিনে চাষ করার পরে যখন আলু উৎপাদন শেষে বাজারে বিক্রি করতে যান, ঠিক তখনই আলুর দাম কমে যায়। তখন উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়ায় লোকসানে পড়তে হয়।

আর কৃষি বিভাগ বলছে, বতর্মানে আলুর বাজারদর একটু বেশি থাকায় বীজের দাম বেড়েছে। উৎপাদন বাড়লেই আলুর দাম কমে যাবে। তা ছাড়া আলুর বীজের তেমন কোনো সংকট নেই।

মেহেরপুরের গাংনীর কাজিপুর গ্রামের কৃষক হাকিম আলী বলেন, ‘আমরা গত বছর প্রতি কেজি আলুর বীজ কিনেছি ৩০ থেকে ৩৫ টাকা করে। এ বছর তার দাম বেড়ে হয়েছে ৬৫ থেকে ৭০ টাকায়। ৩০ টাকায় বীজ কিনে আলু উৎপাদন করেও গত বছর আলুর বাজারে দাম কম পাওয়ায় লোকসান হয়েছে। আর এ বছর সার, কীটনাশক, সেচ, শ্রমিক ও বীজের দাম বেশি। তাতে উৎপাদন খরচ বেড়ে গেছে।

বতর্মানে এক বিঘা আলু চাষ করতে প্রায় ৩০ হাজার টাকার প্রয়োজন পড়বে, যা সব কৃষকের পক্ষে জোগাড় করা এক প্রকার অসম্ভব।

নওদাপাড়া গ্রামের কৃষক রাজা আহমেদ বলেন, ‘নিম্ন আয়ের মানুষ যেটিই পছন্দ করবে, তারই দাম বেড়ে যাবে। মনে করছিলাম এ বছর দুই বিঘা জমিতে আলুর চাষ করব, তবে আলুর বীজের যে দাম, তাতে করে আলু চাষ করে জয়ী হওয়া যাবে না। বর্তমানে সার, বীজ, বিষ ও জমির লিজ খরচ দিয়ে আলু চাষে যে পরিমাণ খরচ হবে, ভরা মৌসুমে আলু বিক্রি করে সেই টাকা উঠবে না। কারণ আমাদের যে সময় আলু উৎপাদন শেষে বাজারে নিয়ে যাব, তখন আলুর দাম একবারে কমে নিচে গিয়ে ঠেকবে। আর তখনই লস হবে।

আলু বীজ বিক্রেতা আবদুল মালেক বলেন, ‘এ বছর বীজ অথবা খাবার আলু দুটোর দামই বেশি। গতবার আমরা যে আলুর বীজ এই সময় ৩০ থেকে ৩২ টাকায় বিক্রি করেছি, এবার তার দাম বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে গেছে। ফলে অনেক চাষিই আলু চাষে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।

‘কেননা এত টাকা খরচ করে আলু উৎপাদন শেষে বাজারে বিক্রি করার সময় কৃষকরা আলুর দাম পায় না।’

এ বিষয়ে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ অফিসার মো. সামসুল আলম বলেন, ‘চলতি মৌসুমে আলু বীজের দাম অন্য বছরের তুলনায় বেশি। কারণ বাজারে খাওয়ার আলুর দাম বেশি হওয়ায় এমনটি হয়েছে।

‘জেলায় এ বছর ৮৬০ হেক্টর জমিতে আলু চাষের সম্ভবনা রয়েছে, যা কিনা গত বছরের সমান। কৃষকরা যত বেশি আলু চাষ করবে, তত বেশি উৎপাদন বাড়বে। উৎপাদন বাড়লেই আমদানি নির্ভরতা কমবে এবং আলুর বাজারদর কমে আসবে। তাই উৎপাদনের বিকল্প নেই।

চুয়াডাঙ্গার তিতুদহে শত্রুতা করে কৃষকদের জমির ফসল নষ্ট

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার তিতুদহের উজিরপোতা মাঠে শত্রুতামূলক জমির ফসল নষ্ট করে কেটে দিয়েছে দূর্বত্তরা।

গতকাল রবিবার দিবাগত রাতে শত্রুরা শত্রুতা মূলক ভাবে মাঠের আবাদি ফসল ঝাল, বেগুণ, উস্তে ও লাউয়ের বান কেটে নষ্ট করে দিয়েছে দূর্বৃত্তরা। এতে করে মাঠের চাষিরা আবাদি ফসল নিয়ে দুঃচিন্তায় রয়েছে।

অভিযোগে জানা যায়, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন তিতুদহ ইউনিয়নের গোলাপনগর পুলপাড়ার
আমিরুল ইসলামের ছেলে উজ্জল হোসেন একই গ্রামের মৃত হামাত আলীর ছেলে টুকু মাষ্টারের ১০ কাঁঠা জমি বার্ষিক লীজ নিয়ে মরিচ (ঝাল) আবাদ করে ও একই ইউনিয়নের বড় সলুয়া গ্রামের জয়নাল মোল্লার ছেলে মাছুমের ১২ কাঁঠা জমি বছর লীজ নিয়ে বেগুণ, উস্তের আবাদ করে।

এ আবাদকৃত জমির আবাদি ফসল মরিচ (ঝাল), বেগুণ ও উস্তে গাছ কেঁটে, উপরে নষ্ট করে দেয় অজ্ঞাত দূর্বৃত্তরা। এছাড়া একই গ্রামের মিয়া পাড়ার রফিক উদ্দিনের ছেলে নাসির উদ্দিন একই পাড়ার ছানোয়ার মাষ্টারের ১ বিষা জমি লীজ নিয়ে লাউ বাগান করে।

এ বাগানের বানের সুতার নেট কেটে দেওয়া হয়। এতে করে চাষিদের মাঠের আবাদি ফসল নস্ট হওয়ায় লক্ষাধিক টাকার ক্ষিতি সাধিত হয়েছে। ফলে মাঠের আবাদি ফসল নষ্ট, কেটে ফেলে ক্ষতিসাধিত করায় চাষিদের মধ্যে আতঙ্কের সৃস্টি হয়েছে। যার ফলে একদিকে যেমন মাঠের ফসল হচ্ছে অপর দিকে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে চাষিরা। তাই বিষয়টি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সু-নজর দিয়ে চাষিদের মাঠের আবাদি ফসল নষ্টের হাত থেকে রক্ষা করবে বলে সচেতন মহল মনে করছে।

ঝিনাইদহে নিখোজের ৩ দিন পর কৃষকের লাশ উদ্ধার

ঝিনাইদহের মহেশপুর থেকে নিখোজের ৩দিন পর আব্দুস সামাদ নামের এক কৃষকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সোমবার সকালে উপজেলার মদনপুর গ্রামের মাঠ থেকে তার অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করা হয়। সে মদনপুর গ্রামের মৃত ইয়াজউদ্দিনের ছেলে।

মহেশপুর থানার ওসি খন্দকার শামিম আহমেদ জানায়, গত শুক্রবার রাতে আব্দুস সামাদ রাতে খাবার খেয়ে মদনপুর বাজারের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয়। এরপর সে আর বাড়িতে ফিরে আসেনি। অনেক খোজখুজির পর আজ সকালে বাড়ির পাশর্^বর্তী মদনপুর গ্রামের মাঠের ধান ক্ষেতে তার অর্ধগলিত লাশ দেখে এলাকাবাসী পুলিশকে খবর দেয়।

পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। ময়নাতদন্ত শেষে তার মৃত্যুর কারন নিশ্চিত করা যাবে বলেও জানায় পুলিশ।

কৃষি ও কৃষকের পাশে শেখ হাসিনা

প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন গণভবনে এখন প্রথমবারের মত হাঁস-মুরগী, কবুতর ও গরু পালন হচ্ছে। পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের ধান, শাক-সবজি, ফুল-ফল, মধু ও মাছ চাষও হচ্ছে। আর সব কিছুর তদারক করছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গণমাধ্যমে তিনি বলেছেন, দেশের প্রতিটি পরিবারকে কৃষিতে উৎসাহ দিতে তাঁর এই উদ্যোগ। তিল-সরিষার মতো পেঁয়াজের মত ফসলের চাষ করেছেন মাটি ও মানুষের কন্যা শেখ হাসিনা।

এরইমধ্যে শেখ হাসিনা দেশের প্রতি ইঞ্চি জমির সদ্ব্যবহারের আহবান জানিয়েছেন। আগেই তাঁর বিশেষ উদ্যোগ ‘একটি বাড়ি একটি খামার’ প্রকল্পে সারাদেশে প্রায় ১ কোটি ৬৫ লাখ দরিদ্র ও অতিদরিদ্র মানুষ উপকৃত হচ্ছে।

চা এলো সমতলে

সিলেট অঞ্চলের টিলায় চায়ের চাষ দেখে অভ্যস্ত বাংলাদেশের মানুষ। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর প্রথম সমতলে চা চাষের যাত্রা শুরু হয়। প্রথমে পঞ্চগড়ে। পাহাড়ি অঞ্চলের পাশাপাশি সমতল ভূমিতে চা চাষের এই যাত্রা শেখ হাসিনার কৃষি বান্ধব কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগ আবারও ক্ষমতায় আসার পর চা উৎপাদন শুরু হয় পঞ্চগড়ের পাশের জেলা ঠাকুরগাঁওয়ে। বর্তমানে এ জেলার ১ হাজার ৪৫৭ একর জমিতে চা চাষ হচ্ছে, এতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৩ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে।

২০২২ সালের ২৭ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী চা শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি ১২০ থেকে বাড়িয়ে ১৭০ টাকায় উন্নীত করেন। ভর্তুকি মূল্যে রেশন সুবিধা বাড়ানো হয়। এছাড়া চিকিৎসাসুবিধা, অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকদের পেনশন, শ্রমিক পরিবারের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা, আবাসনসহ নানামুখী কর্মসূচির পরিকল্পনা করা হয়। সবকিছু মিলিয়ে এখন তাদের দৈনিক মজুরি আসবে সাড়ে চার শ থেকে পাঁচ শ টাকার মতো ।

কৃষিতে প্রযুক্তির ব্যবহার

বর্তমান সরকার কৃষি যান্ত্রিকীকরণে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। ফলে দেশে কৃষি জমি চাষে ৯০%, আগাছা দমনে ৬৫%, কীটনাশক প্রয়োগে ৮০%, সেচকার্যে ৯৫% এবং ফসল মাড়াইয়ের কাজে ৭০% যান্ত্রিকীকরণ সম্ভব হয়েছে। বর্তমান সরকারের আরেকটি বড় সাফল্য হলো কৃষি গবেষণাকে অগ্রাধিকার দেয়া। এর ফলে প্রতিটি কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে ল্যাব উন্নয়নসহ নানামুখী গবেষণা পরিচালনা করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। দেশে প্রথমবারের মতো ডিজিটাল কৃষি তথা ‘ই-কৃষি’র প্রবর্তন করা হয়েছে । মোট ৪৯৯টি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র, কৃষি কল সেন্টার-১৬১২৩, কৃষি কমিউনিটি রেডিও, কৃষি তথ্য বাতায়ন তৈরি করা হয়েছে। ফলে দেশের প্রান্তিক কৃষকসমাজ সহজেই কৃষিখাতের আধুনিকায়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারছেন।

শেখ হাসিনার সরকার কৃষককে মাত্র ১০ টাকায় ব্যাংক হিসাব খোলার সুযোগ করে দেওয়ায় ১ কোটি ১ লাখ ১৯ হাজার ৫৪৮টি ব্যাংক হিসাব খোলা সম্ভব হয়েছে, যেখানে বর্তমান স্থিতি প্রায় ২৮২ কোটি টাকা। দেশের মানুষ শতভাগ বিদ্যুতের আওয়ায় আসায় সেচ ব্যবস্থা নিয়মিত হয়েছে। সেচ মৌসুমে প্রান্তিক অঞ্চলে বিদ্যুতের নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহে সরকারের পক্ষ থেকে মনিটরিং সেল খোলা হয়েছে।

কৃষিপণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টি

বাংলাদেশ থেকে কৃষিপণ্যের রপ্তানি আয় ১০ বছর আগেও ছিল মাত্র ৪০ কোটি ডলার। গত ৫ বছর ধরে এই খাতে রপ্তানি বাড়ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে খাতটি ঘুরে দাঁড়ায় এবং রপ্তানি আয় ১৯ শতাংশ বাড়ে। কারণ সরকার কৃষিপণ্য রপ্তানির জন্য ২০ শতাংশ প্রণোদনা দেয়া শুরু করে। কৃষি মন্ত্রণালয় এরই মধ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে পূর্বাচলে একটি অ্যাক্রিডিয়েটেড ল্যাবরেটরি নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে।

বাংলাদেশ থেকে যেসব দেশে শাকসবজি রপ্তানি হয় তার মধ্যে অন্যতম হলো- সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, কাতার, যুক্তরাজ্য, সৌদি আরব, কুয়েত, সিঙ্গাপুর, শ্রীলংকা ও নেপাল। যেসব দেশে ফল রপ্তানি হচ্ছে তার মধ্যে অন্যতম হলো- কাতার, ভারত, ভিয়েতনাম, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কুয়েত, সৌদি আরব ও অস্ট্রেলিয়া।

বাংলাদেশ থেকে নানাবিধ কৃষিপণ্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে, পাট ও পাটজাত দ্রব্য, চা পাতা, আম, কাঁঠাল, লেবু, লিচু, লটকন, আমড়া, পেয়ারা। এছাড়া আলু, কচু, পটোল, মুখীকচু, লাউ, পেঁপে, শিম, করলা, কাকরুল, চিচিঙ্গা, মিষ্টি কুমড়া, গুঁড়া মসলা, কালিজিরা, হলুদের গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া, শুকনা মরিচ, বিরিয়ানির মসলা, কারি মসলা, ড্রিংকস, বিস্কুট, চানাচুর, সেমাই, পটেটো ফ্লেকস, নুডলস, ড্রাই কেক, মুড়ি চিড়া শুকনা বরই এবং হিমায়িত সবজিও রপ্তানি হচ্ছে।

উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থায় কৃষি পেয়েছে নতুন মাত্রা

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার টানা তিন মেয়াদে ক্ষমতায় থাকায় দেশের যোগাযোগব্যবস্থায় দুর্দান্ত উন্নয়ন হয়েছে। যা কৃষি উন্নয়নে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। ফসল পরিবহন সহজ হয়েছে। ফলে ক্ষৃক তার উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য দাম পাচ্ছেন। ২০২২ সালের ৭ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫ জেলায় একযোগে ১০০ সেতু উদ্ভোধন করেন। একই বছরের ২১ ডিসেম্বর ৫০ জেলায় ১০০ সড়ক-মহাসড়ক উদ্ভোধন করেন।

কৃষিখাতে প্রণোদনা ও প্রশিক্ষণ

শেখ হাসিনার নির্দেশে দেশের যুব সমাজকে কৃষিতে উৎসাহিত করতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অধীনে কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা

হয়েছে। ন্যূনতম ৮ম শ্রেণি পাশ যেকোন যুবক এ প্রশিক্ষণে অংশ নিতে পেরেছেন। অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে মাসিক চার হাজার পাঁচশত টাকা প্রশিক্ষণ ভাতা দেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রশিক্ষিতদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্যে ৬০ হাজার থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ এক লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেয়া হয়। কৃষি উৎপাদন বাড়াতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কৃষকদের জন্য ৩৫ হাজার কোটি টাকা ঋণ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো। আওয়ামী লীগ ক্ষমতা নেওয়ার ১৩ বছরে সরকার কৃষি খাতে ৯৭ হাজার ৮৭৩ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা ভর্তুকি দিয়েছে । এর মধ্যে সারে ভর্তুকি ছিল ৯৫ হাজার ১৬১ কোটি ৫ লাখ এবং বিদ্যুতে এক হাজার ৯৬২ কোটি ৫০ লাখ টাকা।

করোনা মোকাবেলায় কৃষকের পাশে সরকার

করোনা দুর্যোগে কৃষকদের পাশে ছিল শেখ হাসিনার সরকার। করোনায় শ্রমিক সংকটে থাকা কৃষকদের জমির পাকা ধান যাতে ঘরে তুলতে সমস্যা না হয়, সে জন্য প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে সারাদেশে আওয়ামী লীগ ও এর সব সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা স্বেচ্ছাশ্রমে কৃষকদের ধান কাটতে সহায়তা দেন। কৃষকদের জন্য পাঁচ হাজার কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এ তহবিল থেকে সহজ শর্তে ৪ শতাংশ সুদে ঋণ নিতে পেরেছিলেন কৃষক। করোনার সময়ে সারের ভর্তুকি বাবদ ৯ হাজার কোটি টাকা, কৃষি যান্ত্রিকীকরণের জন্য ১০০ কোটি টাকা, বীজের জন্য ১৫০ কোটি টাকা এবং কৃষকদের জন্য আরও ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল।

গাংনীর বেতবাড়িয়া গ্রামে কৃষকের দুই বিঘা জমির তুলাক্ষেত কেটে তছরুপ

গাংনী উপজেলার বেতবাড়িয়া গ্রামের সাহাবুদ্দিন ও তুজাম্মেল হক নামের দুই কৃষকের প্রায় দুই বিঘা জমির তুলা ক্ষেত কেটে তছরুপ করেছে দুর্বৃত্তরা্ । আবাদের ওপর দিয়ে মাটি বহনকারি গাড়ি যেতে না দেয়ায় তুলাক্ষেত কেটে দিয়েছে আলেহিম ও তার লোকজন এমন অভিযোগ

করেন ক্ষেত মালিক। গতকার শুক্রবার(০৮ সেপ্টেম্বর) দিবাগত মধ্যরাতে এ ঘটনা ঘটে । তবে গ্রাম্য বিরোধের জের ধরে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর জন্য নিজের তুলাক্ষেত কেটে অন্যের মাথায় দোষ চাপানোর চেষ্টা করছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় আলেহিম ও তার লোকজন।

ক্ষতিগ্রস্থ তুলাক্ষেত মালিক সাহাবুদ্দিন জানান, বেতবাড়িয়া গ্রামের হাঙ্গরের মাঠে আশা মোল্লার একটি জমি কেটে ,মাটি ও বালি বিক্রির কাজ করছিলেন বেতবাড়িয়া গ্রামের আজিজুলের ছেলে আলেহিম ও মিজানুর রহমানের ছেলে আরিফ হোসেন। মাটি বহনকারি ট্রলি ওই মাঠের বিভিন্ন ফসলের জমি নষ্ট করে, মাটি বহন করায় স্থানীয় কৃষকরা ফুঁসে ওঠেন এবং ট্রলি যেতে নিষেধ করেন। এতে রাগান্মিত হয় আলেহিম ও আরিফ হোসেন। ক্ষেত মালিকদের দেখে নেয়ার হুমকি দেয় আলেহিম ও তার লোকজন। আজ শনিবার সকালে অন্যান্য কৃষকরা মোবাইলে জানায় আমাদের তুলা ক্ষেত কেটে দিয়েছে। আমরা বিষয়টি জানতে পেরে জমিতে গিয়ে দেখি আমার এক বিঘা ও আমার প্রতিবেশি তুজাম্মেলের ১৫ কাঠা জমির তুলাক্ষেত পুরোটাই কেটে দিয়েছে। এতে আমাদের কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে। বিষয়টি ভবানিপুর পুলিশ ক্যাম্পে সংবাদ দিলে ক্যম্পের এসআই মহম্মদ আলী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এবিষয়ে গাংনী থানায় একটি মামলার প্রস্ততি চলছে বলেও জানান ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক সাহাবুদ্দিন ও তুজাম্মেল হক।

স্থানীয় ইউপি সদস্য সাইদুর রহমান জানান, আলেহিম ও তার লোকজন রাতের আধারে বালি ও মাটি কেটে ইট ভাটায় বিক্রি করছেন। এতে স্থানী কুষকদের আবাদ নষ্ট হচ্ছে। কৃষকরা তা প্রতিহত করলে আলেহিম ও তার লাকজন দুই কৃষকের তুলাক্ষেত কেটে তছরুপ করেছে। এঘটনায় তিব্র নিন্দাসহ দোষীদের শাস্তির দাবী জানান তিনি।

এবিষয়ে আলেহিম জানান, আমার সাথে সাইদুর মেম্বারের রাজনেতিক প্রতিদ্বন্দিতা রয়েছে। তার প্রতিপক্ষ হয়ে আমি নির্বাচন করে ৭৮ ভোটে ফেল করি। সেই থেকে সাইদুর মেম্বার আমাকে নানা ভাবে হয়রনি করার চেষ্টা করে আসছে। কৃষকদেরকে দিয়ে তাদের আবাদ নষ্ট করে আমাকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসাতে চাইছে। তবে সঠিক তদন্ত করার দাবী জানান তিনি। আরিফ হোসেন বলেন, আমি স্কেবিটর নিয়ে যাওয়ার জন্য রাস্তা পাচ্ছিলামনা আলেহিমকে বিষয়টি জানানো হলে তিনি আমার গাড়ি যাওয়ার জন্য রাস্তা চাই। তারা রাস্তা না দিলে আমি সেখান থেকে মাটি কাটা শুরু হওয়ার আগেই গাড়ি সরিয়ে নিয়ে আসি। আমাদের নামে মিথ্যা বদনাম দিচ্ছে সাইদুর মেম্বার ও তার লোকজন।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, ক্ষেত নষ্ট করার বিষয়ে জানতে পেরে সেখানে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। লিখিত অভিঙেযাগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থঅ নেয়া হবে।

মুজিবনগরে কৃষি প্রণোদনার আওতায় কৃষকদের মাঝে সার ও বীজ বিতরণের উদ্বোধন

মুজিবনগরে কৃষি প্রণোদনার আওতায় খরিপ-২/২০২৩-২০২৪ মৌসুমে রোপা আমন ধান ও গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে সার ও বীজ বিতরণের উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ বুধবার সকালে উপজেলা কৃষি অফিস প্রাঙ্গনে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই সার ও বীজ বিতরণের উদ্বোধন করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা, উপজেলা কৃষি অফিসার আব্দুল মমিন, উপসহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকর্তা মিজানুর রহমান সহ কৃষি অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

জরিপ-২/২০২৩-২০২৪ মৌসুমে উপজেলার ১ হাজার ২শত জন কৃষকের মাঝে ১০ কেজি করে ডিএপি ১০ কেজি এমওপি এবং ৫ কেজি রোপা আমন বীজ বিতরণ করা হবে।

এবং গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপজেলার ১শত ৮০ জন কৃষকের মাঝে -১কেজি পেয়াজ বীজ ২০ কেজি ডিএপি সার ২০ কেজি এমওপি সার, ১৫০ বর্গমিটার- পলিথিন এবং ১০০ মিলি,: বালাইনাশক বিতরণ করা হবে।

দামুড়হুদায় কৃষকদের মাঝে ২০টি ভ্যান বিতরণ

দামুড়হুদায় পরিবেশবান্ধব কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্পের (১ম সংশোধিত) আওতায় আইপিএম মডেল ইউনিয়ন এর দল ভিত্তিক ভ্যান বিতরণ করা হয়েছে। আজ শুক্রবার সকাল ১০ টায় দামুড়হুদা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে দল ভিত্তিক ২০টি ভ্যান বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক এবং সদস্য এপিএ বিশেষজ্ঞ পুল কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৃষিবিদ ড: মোঃ হামিদুর রহমান।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন আমাদের বাংলাদেশ কৃষি নির্ভর দেশ। তাই কৃষিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভর্তুকি দিয়ে কৃষি এবং কৃষককে বাঁচানোর জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছেন। বর্তমান বাংলাদেশে ফরমালিন ও বিশ বাদে নিরাপদ সবজি উৎপাদনে কাজ করছে সরকার। তারই ধারাবাহিকতায় দামুড়হুদা উপজেলায় আনুষ্ঠানিকভাবে ২০টি গ্রুপে ২০টি ভ্যান দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি গ্রুপে ২৫ জন সদস্য রয়েছে। আইপিএম মডেল ইউনিয়নে মোট ৫০০ জন নিরাপদ সবজি উৎপাদনকারী কৃষক কাজ করছে। এখানে সেক্স ফেরোমন ট্রাপ, আঠালো হলুদ ফাঁদ, আঠালো নীল ফাঁদ, মালচিং পেপার, নেট হাউজ, বায়ো পেস্টিসাইড ইত্যাদি কৌশল প্রয়োগ করে সবজি উৎপাদন করা হচ্ছে।
ক্ষতিকর রাসায়নিক বালাইনাশক প্রয়োগ না করে সবজি উৎপাদন হচ্ছে। যা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত নিরাপদ ও পুষ্টিকর।

উপজেলায় পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন এখন পরিবেশ বান্ধব কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ সবজি উৎপাদনে দেশে একটি মডেল ইউনিয়ন। বাংলাদেশে মোট ২০টি ইউনিয়নে এভাবে নিরাপদ সবজি উৎপাদন হচ্ছে। আমাদের উপজেলায় তার মধ্যে পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন একটি।

চুয়াডাঙ্গা জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে এসময়

বিশেষ অতিথি ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মনিরুজ্জামান, পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এস এ এম জাকারিয়া আলম। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা সিআইজি কৃষক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোঃ শাকিল হোসেন, দামুড়হুদা উপজেলা বালাইনাশক এসোসিয়েশনর সভাপতি মোঃ আঃ রাজ্জাক। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন উপসহকারী কৃষি অফিসার মোঃ আজহার উদ্দিন।

মেহেরপুরে ১৫২ কৃষক পেলো স্প্রে মেশিন

মেহেরপুর সদর উপজেলার ১৫২ জন কৃষকের মাঝে স্প্রে মেশিন বিতরণ করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (২৫ মে) দুপুরের দিকে সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে আনুষ্ঠানিকভাবে এই স্প্রে মেশিন বিতরণ করেন সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের সহসভাপতি অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম।

সদর উপজেলা পরিষদের ভাইসচেয়ারম্যান আবুল হাসেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত স্প্রে মেশিন বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান লতিফন নেছা লতা, সদর উপজেলা সহকারি কৃষি অফিসার আবু সালেহসহ অন্যান্যরা।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপির) অর্থায়নে ১৫২ জন কৃষকের মাঝে স্প্রে মেশিন বিতরণ করা হয়।